মহাবতার শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজের অমৃতবাণীর যৎকিঞ্চিত

অনিল দাস

"মহাবতার বাবাজী মহারাজ যা খুশী তাই করতে পারেন, উনার অভিধানে অসম্ভব বলে কোন কথা নাই শংকর দে দৃঢ়তার সংগে কথাটা বলল, একথা স্বামী যোগানন্দ বলেছেন যখন তিনি খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন এবং সেই সংকট মূহুর্ত্তে স্বয়ং বাবাজী মহারাজ প্রশিষ্য যোগানন্দের জিভে অধিষ্ঠান করে তাঁকে চরম দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করে সর্বোচ্চ সুনাম শিখরে আরোহন করিয়েছিলেন। জাহাজে ভ্রমনের সময় ধর্ম সম্পর্কে এক বিরাট জনতার সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে দেখেন বেশীর ভাগই ইংরাজীভাষী ও ইংরাজীতে তাঁর বক্তব্য পেশ করা বিশেষ প্রয়োজন। ইংরাজী উনি ভালই জানতেন, কিন্তু বলা অভ্যাস ছিল না, ফলে তিনি খুব ঘাবড়ে গেলেন, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না, জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে, ভিতরদিকে ঢুকে যাচ্ছে। এই সময় বাবাজীর অভয়বাণী শুনতে পেয়েছিলেন "তোমার জিভে আমি বসে আছি, কথা বলে যাও" যোগানন্দ সম্মোহিত অবস্থায় ইংরাজীতে কথা বলে গেলেন এবং অপূর্ব সুন্দর হয়েছিল এক্ষেত্রে বাবাজী মহারাজ পূর্ব থেকেই ইচ্ছা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন 'আমার ইচ্ছায় বোবা বাচাল হয়, পঙ্গু গিরী লঙঘন করতে পারে'— মহাবতার শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণেও কোন প্রভেদ নাই। আমাদের গুরুদেব বলেন "আমি ইচ্ছে করলে সোনার ইঁট দিয়ে রায়পুর মন্দির তৈরী করিয়ে দিতে পারি। প্রতিষ্ঠার দিনে মায়ের বুকে কাঁটা মেরে, সেই রক্ত সকলের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে পারি যে মায়ের ভিতরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে — কিন্তু এগুলি হয়নি। অর্থাৎ উনি ইচ্ছা করেননি। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপান্ডবের পরম সখা এবং সব কিছু তাঁর ইচ্ছাধীন হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরই উপস্থিতিতে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর অকাল মৃত্যু ঘটে। এ থেকে বোঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর এই মৃত্যুকে রোধ করতে চাননি। যীশুখ্রীষ্ট ভগবানের পুত্র ছিলেন এবং কত অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়েছেন। কিন্তু শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোন

প্রচেষ্টাই নিলেন না। বললেন এটাই পূর্ব নির্দ্দিষ্ট। বামাক্ষ্যাপা কত রুগীকে সুস্থ করেছেন, কত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেছেন। উনি যা বলতেন তাই হত। কিন্তু জমিদারের লোকজন যখন বামাক্ষ্যাপাকে মৃতপ্রায় জমিদারের সামনে হাজির করল, তখন তিনি জমিদারকে বাঁচানোর কোন প্রচেষ্টাই নিলেন না। বরং বললেন এখনই ফট হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। ভূপাল দত্তকে (বহরমপুর) বাবাজী মহারাজ বললেন 'তুমি অবশ্য এই বৎসর দুর্গাপুর উৎসবে যোগদান করবে' ভূপালদা গ্রাহ্য করল না। সেই বৎসরই ভূপালদা মৃত্যুশয্যায় — বাবাজী মহারাজ গোরা বাজারে। দুজনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র চার মাইল। লোকজন ছুটল বাবাকে ভূপালদার বাড়ী আসার জন্য। শত অনুরোধেও এলেন না। বললেন "আমার কিছু করার নাই, আমার কথা শোনে নি, দুর্গাপুর যায়নি" ভূপালদা (বাবার প্রিয় শিষ্য) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আমাদের জামাই রবি গুঁয়ের বেলায়ও তাই হল। বিশেষ অসুস্থ ১৪ বার বাবার বাড়ী গেল। কোনবারই বললেন না "তুমি ভাল হয়ে যাবে। বরং বললেন 'ভগবানকে ডাক, তাঁর ইচ্ছে", আমি রায়পুরে গেলাম বাবাকে বললাম জামাইয়ের সম্বন্ধে আমাকেও নিশ্চিন্ত করলেন না। বললেন "তুমি চাইলে হবে না, আমি চাইলেও হবে না, ওঁর যা ইচ্ছা তাই হবে" মারা গেল। অথচ উনি ক্যানসার রোগ ভাল করেছেন, কত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেছেন। কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

এ থেকে কি বোঝা যায়? বোঝা যায় মহাবতার শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট সবাই ভগবান। এঁদের অভিধানে অসম্ভব বলে কিছু নাই। কিন্তু এঁদের ইচ্ছা স্থির অপরিবর্ত্তিত, কোন কিছুর জন্ম বা সৃষ্টির পূর্বেই তার ভাগ্য নির্ণয় করে দেন বিধিরূপে। যদি তা না হয় তবে নবীরা যা যা বলে গিয়েছিলেন যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে তা তা কি করে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরও এবং যীশুখ্রীষ্ট ও নবীরা ভবিষ্যতে যা যা হবে বলে গিয়েছেন, তা তা অবশ্য মিলবে বলে আশা করতে পারি। রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন বাল্মিকী মুনি। বাবাজী মহারাজ বলেন "আমার বয়স যখন ৮০ বৎসর তখন আমি ডায়েরি লেখা বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু ভবিষ্যতের সব ঘটনা আমার লেখা হয়ে গেছে, এমনকি আমার মৃত্যুর পরের ঘটনাও বাদ যায়নি। তোমরা পড়বে আর মাথা খুঁড়বে, বলবে 'আমরা পেয়েছিলাম কি অমূল্য

জিনিষ, কিন্তু পেয়েও হাত ছাড়া হল, লোকে তোমাদের ছিঁড়ে খাবে” তোমরা জেনেও আমাদের বলনি কেন, “আরও বললেন” যা লিখে গেলাম তাই হবে আমার অর্থাৎ বিধির বিধান লঙঘন হয় না। আরও বললেন ‘তোমাদের একটা ঘটনা বলি আমি একজনকে বললাম তোমার সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে, একটা তাবিজ নিয়ে নাও, কিন্তু সে নিল না বলল ‘তাবিজে আমার বিশ্বাস নাই’। কয়েকদিন পরেই সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হল। তার জন্মের সময়ই আমি অর্থাৎ নিয়তি তার ভাগ্যের বিধান দিয়ে দিয়েছি। তার নড় চড় তো হবে না। আমার কথা শুনলে তো ওর মৃত্যু হত না। রাবনকে তার গুরুদেব শুক্রাচার্য্য বার বার আদেশ দিলেন, অনুরোধও করলেন ‘সীতা দেবীকে অবিলম্বে মুক্ত কর, তোমার বিপদ কেটে যাবে। আর না শুনলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য” কিন্তু রাবন অনড় তার সংকল্পে। শুনলে তো পূর্ব লিখিত রামায়ন মিথ্যা হয়ে যেত। এসবই ভগবানের অর্থাৎ আমারই লীলা। তোমরা ভগবান ভগবান করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কিন্তু আমিই ভগবান।” তোমরা যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমা দেখনা? দেখে ভাব এখানে এইটা হলে ভাল হবে, ঐটা ঘটলে খারাপ হবে। কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হয় না। লেখক যে ভাবে লিখেছে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা সেইভাবেই অভিনয় করবে এবং তাই হবে। কেননা সবই পূর্ব নির্দিষ্ট। সংসারটাও তাই। সেক্সপিয়ার বলেছেন এই পৃথিবীটাই একটা ষ্টেজ আমরা সবাই অভিনয় করতে এসেছি। পূর্ব নির্দিষ্ট না হলে বড় বড় Astrologer, বাক সিদ্ধ মহাপুরুষ, যোগী, অবতার, ত্রিকালজ্ঞ রা কি করে লোকের মনের কথা জানতে পারেন। ভবিষ্যত গণনা করতে পারেন হাজার হাজার বছর আগে নবীরা, শাস্ত্রকাররা যা বলেছেন, তা আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। তবে জেনে রাখ ভগবান যা করেন, পুর্ব নির্দিষ্ট করেন তা তার ভালর জন্যই তবে তাঁর বিচার বোঝার মত শক্তি সংসারী জীবের নাই। একটা ঘটনা বলি শোন। অনেকদিন আগে “পাগলা বাবা” নামে এক সিদ্ধযোগী ছিলেন। সে একটা রাজ্যে এসেছে, রোগ ভাল করে দিচ্ছে, যা বলছে তাই হচ্ছে। সেখানকার লোকেরা তাঁকে প্রকৃত সাধু বলে মেনে নিচ্ছে। সেখানকার রাজা সেই সাধুকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ করে আনলেন, বললেন ‘আপনার সাধুত্ব আমি পরীক্ষা করতে চাই, যদি আপনি উত্তীর্ন হন, আপনাকে সাধু বলে মেনে নেব।’ রাজ সভা চলছে শিষ্য সহ পাগলা বাবা ঐ সভায় উপস্থিত। উনি উত্তর দিলেন “তোমরা যে ভাবে খুশী আমাকে পরীক্ষা কর”।

শিষ্যদের বুক দুরু দুরু করছে। রাজার পরীক্ষা অত সহজ হবে না। হয়তো গুরুদেবের সাথে সাথে আমরাও অপমানিত হব, অপদস্থ হব। কিন্তু দু একজন স্থির ছিল, অটল বিশ্বাস তাঁর প্রতি - রাজা পার্থিব ধনে, জ্ঞানে, জনে বড় হলেও প্রকৃতজ্ঞানে ও ধনে গুরুজী বড়, রাজা তাঁর কাছে তুচ্ছ, "আমার রাজসভায় পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চার দিকে চারটা দরজা আছে। আমি কোন দরজা দিয়ে সভা ভঙ্গ হওয়ার পর বাহির হব বলে দেন? গুরুদেব একটা কাগজে গোপনে কিছু লিখে মুড়িয়ে দেওয়ানজীর হাতে জমা দিলেন। তারপর রাজা রাজমিস্ত্রিদের আদেশ দিলেন "ইশান নৈঋিত কোণে (দুই দেওয়ালের মিলন স্থলে) একটা নূতন দরজা তৈরী কর ঐ দরজা দিয়ে আমি বাহির হব। এই আদেশে শিষ্যরা হৈ হৈ করে উঠলো " এ কি করে হয়? নূতন দরজা করা চলবে না। যে চারটা দরজা আছে, তার মধ্যে যে কোন একটা দিয়ে রাজাকে নিষ্ক্রান্ত হতে হবে। রাজা প্রশ্ন রেখেছেন যে চারটা দরজা আছে তার মধ্যে কোনটা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হব।"

গুরুদেব সবাইকে প্রতিবাদ করতে বারণ করলেন কেননা তিনি জানতেন সবই পূর্ব নির্দিষ্ট — এ রাজ্যে আসার আগেই জানতেন রাজা তাঁকে সাধু বলে স্বীকার করবেন। নূতন দরজা তৈরী হল, ঐ দরজা দিয়ে রাজা সভাশেষে বাহির হলেন। দেওয়ানজী কাগজের মোড়ক খুলে পড়তে লাগলেন। ঈশান নৈঋীত কোণে মিস্ত্রী দিয়ে নূতন দরজা তৈরী করিয়ে, সেই দরজা দিয়ে রাজা বাহির হবেন, সভা ভঙ্গে। বর্তমান চার দরজার মধ্যে কোনটা দিয়েই বাহির হবেন না।"

রাজার মাথা শ্রদ্ধায় ও বিষ্ময়ে গুরুপদতলে অবনত হল, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করলেন।

বাবাজী মহারাজ বললেন এই হচ্ছে প্রকৃত সত্য, শেষ জ্ঞান এর উপরে কোন জ্ঞান নাই। এ বোঝা খুবই, কঠিন। সবই যখন অবশ্যম্ভাবী তখন অনুকুল, প্রতিকুল সবটাই সমানভাবে মেনে নাও, চরম বিপদে স্থির, দুঃখে নির্বিকার, চরম পরীক্ষায় গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস যে রাখতে পারে সেই অন্তরে প্রতি মূহুর্ত্তে গুরু মহিমা অনুভব করতে পারবে। কোন প্রতিকুল অবস্থাই তাকে কাহিল করতে পারবে না। "গুরু যাহার সংগে আছে, তার কি আবার ভয়।" গুরু বন্দনায়

বলেছি "যদি ভক্তি ভরে ভাবরে মন শ্রীগুরু চরণ, গুরুকৃপায় সকল আশা হবেরে পূরণ" আরও বললেন তোমার সাধ যদি আন্তরিক হয় অবশ্য পূরন হবে। তাও যদি না হয় আমার ধ্যান কর দেখ হয় কিনা — এটা যেন, তোমার ভাগ্যে যদি থাকে তাহলে তোমার সাধ আন্তরিক হবে এবং ধ্যানও গুরু সঠিক ভাবে করিয়ে নেবেন, কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম — সবই তিনি। তুমি উপলক্ষ্য মাত্র — তুমি উপলক্ষ্য হয়েই কাজ কর সদ্‌গুরু শুধু পরকালের কান্ডারী নন, ইহকালেরও। আমি যে সব উপদেশ তোমাদের দিয়েছি সব সত্য। মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করা খুবই কঠিন। কিন্তু গুরুকে সন্তুষ্ট করা সহজ, তুমি যদি গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পার তাহলে তোমার সব ইচ্ছা পূরন হবে এবং জানবে তোমার ভাগ্যে আছে বলেই তুমি গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ। আমি যাকে যা বলেছি তা অবশ্য সত্য হবে, তবে সময় সাপেক্ষ। তোমরা নিজেদের ভাল করার চেষ্টা নিজেরা করেছ। কিন্তু যখন পারনি তখন আমার কাছে এসেছ। দেখ আমি কি করি? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। যে আমার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে — তার সমস্থ ভার আমি গ্রহন করি। তুমি একদিন, দুদিন, তিনদিন পাবে না। কিন্তু চারদিনের দিন সুদে আসলে সব পেয়ে যাবে। এক শিষ্য মহাবতার শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ সম্পর্কে, লেখা বই 'যোগী কথামৃত' পড়ছে সকাল থেকে - এত ভাল লেগেছে যে উঠতে পারছে না। তার স্ত্রী বারে বারে বলছে বাজারে যাও মাছ নিয়ে এস। মাছ না হলে তো তোমার ভাত খাওয়া হবে না। এই যাই করতে করতে বেলা ১২টা বেজে গেল, ওর স্ত্রী তো খুবই চিন্তিত। ঘর থেকে বাইরে বেড়িয়ে দেখে সদর দরজা বন্ধ অথচ উঠোনে একটা ৫ সের রুই মাছ পড়ে আছে। মেছোনি ফেলে যেতে পারে, কিন্তু সদর দরজা বন্ধ, তাছাড়া বলে যাবে। হৈ চৈ পড়ে গেল। শেষে শিষ্য বলল "স্বয়ং মহাবতার শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজই দিয়ে গেছেন, আমি তাঁর সম্পর্কে লেখা বই পড়তে পড়তে এত তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম এবং বাজারে যেতে পারিনি বলে। অত মাছ কে খাবে? পাড়াপড়শীদের মধ্যে বিলান হল। কি তার অপূর্ব স্বাদ! এত সুন্দর মাছ কেউ জীবনে খায় নি। তোমরা যদি আমার কথা মেনে চল তবে প্রথমে আত্মদর্শন ও পরে গুরুদর্শন লাভ হবে। তবেই পরম আনন্দ লাভ হবে। আরও উপদেশ দান করলেন। সবাই অর্থের জন্য পাগল, আর যে এই সংসারের গোলক ধাঁধার অর্থ বুঝে ফেলে, তাঁর জন্য পাগল সেই একমাত্র প্রকৃত পাগল।

আনন্দ বার্তা

সে জানে এই পার্থিব আশা আকাঙ্খা পূরনে প্রকৃত সুখ নাই। প্রকৃত সুখ লাভ তখনই হয়, যখন হৃদয়ে গুরু জাগ্রত হন। তুমি গুরুময় হয়ে যাবে। গুরুতে তোমাতে পার্থক্য থাকবে না, তুমি যা চাইবে তা পাবে। রাজা বিশ্বামিত্রের ঘটনা তোমরা জান, এতে প্রমানিত হয়েছে রাজার থেকে মুনি বা ঋষি অনেক বড়। তোমরা মন্দিরের জন্য নিজেদের অভিমান, অহঙ্কার, লজ্জা প্রভৃতি ত্যাগ করে লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়েছ। অর্থ সংগ্রহ করেছো, নিজেরাও দিয়েছ। এতে তোমাদের আত্মিক উন্নতি হয়েছে। তোমাদের এই উন্নতি যাতে ব্যাহত না হয়। সেই জন্যই সোনার ইঁট দিয়ে মন্দির তৈরী করিনি। মায়ের বুকে কাঁটা মেরে রক্ত সবার গায়ে ছিটান দেখিয়ে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করলে, তোমরা সাধনা করতে নানা। ভক্তিভরে যে এই মায়ের সামান্য সাধনা করবে, জানতে পারবে, মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী। যদি কেউ সিদ্ধী লাভ করতে চায় তাকে এই রায়পুরের মাটিতে, আসতেই হবে। এই মাটিতেই তাঁর পদরেণু রেখে গেলাম। কালীঘাট মন্দিরে গনেশ এর মায়ের পরিবর্তে গুরুকে দেখেছিল। একে সব সবে এক সকলি সমান। ২০০০ সাল পড়ে গ্যাছে তোমরা, গুরু প্রচার কর। আর সময় কোথায়? মাছে, গাছে সর্বত্র গুরু বর্তমান।

— জয়গুরু শ্রীগুরু